Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 166 - 172
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘ড্রেসিং টেবিল’ : দেশভাগের অন্যস্বর

পুনম মুখার্জী
গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : punammukherje@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Partition, Migration, Riot, History, Minority, Bengali Culture.

Abstract

Salil Chowdhury was a poet and composer. Apart from Hindi and Bengali, he composed music for songs in various Indian languages. In addition to writing poetry, he also wrote several stories. Dressing Table is one of his notable short stories. The story is set against the backdrop of the Partition of India. Its subject matter is somewhat different from conventional partition stories. Generally, stories written in Bengali about the Partition focus on the tales of refugees moving from East to West. The experiences of those moving from West to East remain unspoken. From a statistical perspective, nearly seven lakh people migrated from India to what was then East Pakistan. ‘Dressing Table’ presents a comprehensive picture of people displaced by the Partition. Alongside the displaced, a part of the story also focuses on a couple not directly affected by the Partition, yet burdened by the painful memories. Though they weren’t victims of the Partition, they carry the weight of its sorrow.

The Partition didn’t just create physical divides between neighbors but also deepened religious divides, leading to the death of humanity. It left a void for future generations, a lingering wound that is deeply felt. ‘Dressing Table’ creates a complete framework around the Partition, much like a triangle, with one corner representing the pain of Bengali Hindus forced to leave their homeland, another highlighting the experience of Bengali Muslims displaced, and the third corner depicting a couple who weren’t direct victims but could still feel the suffering of the Partition. Dressing Table is, in essence, a true document of the lives affected by the Bengal Partition.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

১৯৪৭-এর দেশভাগ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল ভারতের পাঞ্জাবে এবং বাংলাতে। সাতচল্লিশের দেশভাগ কেবলমাত্র পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করেনি বরং পাশাপাশি বসবাসরত দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দেয়াল তুলে দিয়েছিল। পাঞ্জাবের বিভক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বহুমাত্রিক। বাংলা ভাগ নিয়ে এযাবৎ যা চর্চা হয়েছে, তার বৃহদাংশ ধরে আছে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা উদ্বাস্তুদের কথা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ার কাহিনি বর্ণনায় আমরা যেন কেবল ঘুরে মরি, সেলিনা হোসেন-এর *গায়েত্রী সন্ধ্যা*, আজিজুল হক-এর *আগুন পাখি*, মাহমুদুল হক-এর *কালো বরফ*-এর মতো কাহিনিগুলির আশেপাশে।

দেশভাগের সমস্ত চিত্র অবশ্য পরিচিত গণ্ডির বাইরে অবস্থান করছে। পার্টিশন পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুরা শুধুমাত্র জনসংখ্যার দিক থেকেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি; বরং বিদ্যায়তনিক গবেষণাতেও তাদের উপস্থিতি অনেকাংশে কম। দেশভাগের আগে ও পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ দেশান্তরিত হয়েছিলেন। সরকারি হিসাব মতে, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৪.৫ মিলিয়ন মানুষ স্বভূমি ত্যাগ করে অন্যদেশের বাসিন্দা হয়েছেন। ১৯৫১ সালের পরবর্তী সময়েও এইধারা বেশ কিছু বছর পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা মানুষদের যেমন বাঙাল, দেশত্যাগী বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তেমনই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগমনকারী মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মুহাজির বলা হয়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা যায় প্রায় ৬,৯৯,০৭৯ মুহাজির ১৯৪৭-'৫১-এর এই সময় পর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে আসেন। মোট এই জনসংখ্যার মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ, অর্থাৎ প্রায় ৬৬.৬৯% এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। বিহার থেকে গিয়েছেন প্রায় ১৪.৫০% মানুষ। অসম থেকে প্রায় ১১.৮৪% মানুষ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে গিয়েছেন প্রায় ৬.৯৭% মানুষ।[১] উপরোক্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট পূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা মানুষদের পাশাপাশি পশ্চিম থেকে পূর্বে চলে যাওয়া মানুষদের সংখ্যাও নগন্য নয়।

দেশভাগের কাহিনি বর্ণনায় বেশ কিছু লিখন শিল্পী পরিচিত বৃত্তের বাইরে হেঁটেছেন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে আসা মানুষদের পাশাপাশি লিখেছেন এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় চলে যাওয়া বাঙালি মুসলমানদের কথা। সলিল চৌধুরী রচিত *ড্রেসিং টেবিল* গল্পটি এরমকই এক ভিন্নধারার গল্প। সলিল চৌধুরীর জন্ম বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনার গাজীপুরে। অনেকের মতে কোদালিয়াতে তাঁর মামাবাড়িতে। তবে সলিল চৌধুরীর বেড়ে ওঠা মামারবাড়িতেই। সলিল চৌধুরী বিখ্যাত সুরকার ও সফল কবি। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রায় শ'খানেক কবিতা লিখেছেন, তাতে সুর দিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (আইপিটিএ) যোগ দিয়ে সক্রিয়ভাবে প্রচুর কাজ করেছেন। এই সাংস্কৃতিক দলটি ভারতের প্রত্যন্ত নানা এলাকায় গান গেয়ে মানুষকে সচেতন করার এক বিশাল ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। মাত্র ২২ বছর বয়সে 'গাঁয়ের বধূ'-এর মতো বিখ্যাত গানের সুর দেন তিনি। Leftist cultural movement in bengal (1936-1952) গবেষণারত অনুরাধা রায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, বিদ্যাধরী নদীতে খাল কাটা বিষয়ক একটা আন্দোলন দক্ষিণ ২৪ পরগনার দিকটাতে গড়ে উঠেছিল। হাজার হাজার কৃষক, ভূমিহীন বিড়ি শ্রমিক, খাল-বিল থেকে যারা মাছ ধরে, শাকপাতা তুলে বেচে তারা এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। সলিল চৌধুরী নিজেও এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ওই সময়ে যে কৃষকসভা হত, সেগুলির জন্য তাৎক্ষণিক সভায় তিনি গান লিখতেন। "দেশ ভেসেছে বানের জলে/ধান গিয়েছে মরে/ কী করে প্রাণের কথা বোঝাই বন্ধু তোরে।" গানটি এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকা অবস্থায় বিখ্যাত হয়েছিল।[৩] তাঁর সুর সংযোজিত গানের সংখ্যা প্রায় ১১০০-১২০০। বাংলায় এই সংখ্যা প্রায় ৫৫০টির মতো। ৭৫টির বেশি হিন্দি সিনেমায় তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন। বাংলা সিনেমায় এই সংখ্যা প্রায় ৪৫টি। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার', 'অবাক পৃথিবী'; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পালকির গান'; বিমল ঘোষের 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা'র মতো বিখ্যাত কবিতাগুলিতে তিনি সুরারোপ করেছেন। বিখ্যাত সংগীত শিল্পীরা পরবর্তীতে এগুলিকে গান হিসাবে গেয়েছেন।

শুধুমাত্র কবি বা সুরকার সলিল চৌধুরী নন, গৌতম চৌধুরীর সংকলন ও তথ্য সহায়তায় লিখিত 'সলিলের জলতরঙ্গ' থেকে জানা যায় *রিকশাওয়ালা* নামক একটি কাহিনি তিনি লিখেছেন। বিমল রায়ের সহযোগিতায় *দো বিঘা জমি*

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নামক সিনেমাটি নির্মিত হয়েছিল এই *রিকশাওয়ালা*-র কাহিনি অনুসরণে। সলিল চৌধুরীর এই বিচিত্র কর্মজীবন তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। সবক্ষেত্রে প্রকট হয়ে আছে মানুষের কথা বলার ইচ্ছা, মানুষের হয়ে কাজ করার ইচ্ছা। আইপিটিএ-এর সঙ্গে সংযুক্তি, সর্বোপরি গ্রামবাংলার একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক থেকে শহরের শ্রমিক পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষকে তিনি দেখেছেন যত্ন নিয়ে। আর তাই হয়তো দেশভাগের গল্প লিখতে গিয়ে এক সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন। যে চিত্র হিন্দুর না, মুসলমানের না, আবার পরবর্তী প্রজন্মের স্মৃতিমন্থনেরও না। যে ছবি আসলে সম্পূর্ণ দেশভাগের। *ড্রেসিং টেবিল*-কে সম্পূর্ণ দেশভাগের গল্প বলার কারণ শুধুমাত্র পশ্চিম থেকে পূর্ব বা পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে আসা মানুষের কথা নয়। দেশভাগকে সামনে থেকে দেখেছেন, কিন্তু দেশভাগের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হননি এমন মানুষের কথাও আছে। এই প্রসঙ্গে আনম জাকারিয়ার *The Footprints of A Partition: Narrative of Four Generations of Pakistanis and Indian* গ্রন্থের কথা মনে পড়ে। দেশান্তরিত মানুষের পরবর্তী প্রজন্মের কথা আছে এই বইতে। আনম জাকারিয়া পাকিস্তানে জন্মেছেন। ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছেন ভারত শত্রু দেশ। সাধারণ মানুষদের যখন দেখেছেন ছোট থেকে বড় হওয়ার মুহূর্তে, মনে হয়েছে হিন্দুস্থান মানে এক অন্য জগৎ। সেই দেশের সবাই মুসলমান বিদ্বেষী। পার্টিশন নিয়ে তিনি যখন ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন তখন দেখেছেন একদম অন্য রকম কাহিনি।

> "While learning these stories, a slow process of unlearning began to take place in me. While my education and the mainstream discourse in and around me had made me believe that the dark accounts were the only accounts of history, that there were the only experience my ancestral had had. I began to learn that the pre-partition days were far more complex. There were no blacks and whites about good Muslims and bad Hindus and Sikhs, there were no stark dichotomies of treacherous infidels and innocent believers."[8]

আনম গল্প জানতে গিয়ে নতুন করে গল্পকে বুঝতে পেরেছেন। দেশভাগের ফলে দেশান্তরিত মানুষদের যন্ত্রণাকে দেখেছেন তৃতীয় ব্যক্তির চোখ দিয়ে। যে সরাসরি দেশভাগের শিকার নয়। *ড্রেসিং টেবিল*-এর কাহিনির সূচনা হয়েছে অনেকটা গল্প বলার তাগিদেই। তবে যে গল্পকে পাঠক প্রথম ভাবতে পারে কথকের কাহিনি বলে। কিন্তু পরে পাঠক মূল ঘটনাকে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন। দেশভাগের পরবর্তী সময়ের কথা। কথক আর নন্দা নিজেদের সংসার পাততে চায়। কথক আর তার হবু স্ত্রী নন্দা স্বপ্ন দেখে একসঙ্গে সংসার পাতার। কথক বহুদিন নন্দাদের বাড়িতে যাতায়াত করেছেন। দেখেছেন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নন্দার জীবনে বিশেষ কিছু চাহিদা নেই। শুধু একটি ইচ্ছার কথা সে কথককে জানিয়েছিল,

> "ঘর যখন নেবে আমার জন্য একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে ভুলো না—আর, আর আয়নাটা যেন খুব বড়ো আর ভালো হয়।"[৫]

কবির সুমনের একটা বিখ্যাত গানের পঙ্ক্তি, "আয়নায় দেখ মুখ, মহাকাল যেখানে ঘনায়।"[৬] কথাটি সত্য। মহাকালের অমোঘ সময়ের প্রতিচ্ছবি পড়ে আয়নায়। খোলা চোখে মুখ বা সময়ের মলিনতা দেখা না গেলেও প্রতিবিম্বে তা ধরা পড়ে। নন্দাদের বাড়ির আয়নাতে সঠিক প্রতিচ্ছবি দেখাত না। বাড়িতে আয়না বলতে ছিল, দেওয়ালে একখানি চট-ওঠা আয়না। কথক দেখেছিলেন তাতে নন্দা মুখ দেখতে গেলে নাক থেকে কপাল পর্যন্ত দেখাত পুরো এক হাত লম্বা। আর ঠোঁট থেকে চিবুক দেখাত মাত্র এক ইঞ্চি। অর্থাৎ আয়না হয়তো সবসময় ঠিক প্রতিবিম্ব দেখায় না। দেশভাগের সব ছবি আসলে কি সত্য? হয়তো পুরোটা নয়, তাই এই গল্প। কথকের সঙ্গে নন্দার বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই কথক ভেবেছিলেন ভাল চাকরি পাবেন। বিখ্যাত কোনও খবরের কাগজে। নন্দাকে নিয়ে উঠবেন পছন্দের বাসা বাড়িতে। যেখানে থাকবে তার পছন্দের ড্রেসিং টেবিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা আর হয় না। পছন্দের চাকরি না পেয়ে কথক শেষ পর্যন্ত পান জুতোর দোকানের সেলসম্যানের চাকরি। নন্দাকে নিয়ে ওঠেন কসবার এক এঁদো পুকুরপাড়ের দু'কামরার টিনের চাল দেওয়া বাড়িতে। এক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তরুণ দম্পতির নতুন সংসারের নানা আশা, আশাভঙ্গের গল্প পেরিয়ে কথক এবার চলে আসেন মূল প্রসঙ্গে। মাইনে পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিলামে অতি সস্তায় একটি ড্রেসিং টেবিল কিনে ফেলেন তিনি।

> "ড্রেসিং টেবিলটার গ্লাসের একটা কোণ কেবল একটু ফাটা, তাছাড়া প্রায় নিখুঁত— দাম উঠল প্রায় তিরিশ টাকা—ভাবুন! হুপের মাথায় 'যা থাকে বরাতে' বলে কিনে ফেলে মুটের মাথায় চাপিয়ে সটান বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম।"[৭]

স্বাভাবিক ভাবে নন্দা ড্রেসিং টেবিল পেয়ে প্রথমে খুব খুশি হয়। কিন্তু সেই খুশি মন কথক আর নন্দার দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ থেকে নন্দা চারটি চিঠি পায়। হাওড়া, উজানীপাড়া নিবাসী রহিমউদ্দিন চৌধুরীর চিঠি তার স্ত্রী আমিনাকে লেখা। কথক, নন্দা দেশভাগ দেখেছেন কিন্তু তারা সরাসরি দেশভাগের শিকার নন। এই চিঠিগুলির পাঠ অভিজ্ঞতা তাদের নিয়ে যায় দেশান্তরিত মানুষের যন্ত্রণার কাছাকাছি।

প্রথম চিঠিতে জানা যায়, হাওড়ার রহিমউদ্দিন চৌধুরী খুলনা গিয়েছে। রাত্রে পোঁছে, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, ট্রেনে আসার অভিজ্ঞতা স্ত্রীকে লিখে জানাচ্ছে। রহিমের বন্ধু অমল পূর্ব-পাকিস্তানে প্রফেসারি করে। রহিমের বাসনা পরেরদিন তাঁর বাড়িতে উঠবে। রহিম পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছে ভাল কাজের সন্ধানে। নতুন দেশে কাজের সুবিধা হবে এই তার আশা। আমিনাকে সে লিখেছে ট্রেনে আসতে গিয়ে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার সম্মুখিন তাকে হয়েছে।

> "ট্রেনে একটা বড়ো মজার ব্যাপার হয়েছে, শোনো : আমার সামনের বেঞ্চেই একটি পৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, একটি ছোটছেলে আর দুটি মেয়ে আমার সহযাত্রী। সুন্দর ঝকঝকে একটি পরিবার।"[৮]

রহিম ছবি আঁকে। নিজের স্কেচ বুকে সে ধরে রাখতে চেয়েছে এই সুন্দর পরিবারের ছবি। ট্রেনের পৌঢ় ভদ্রলোক এরপর খুব সহজেই রহিমের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ, খাবার ভাগ করে নেওয়ার পর রহিম ও আমিনার বানানো লুচি-তরকারি পরিবারটির হাতে তুলে দিয়েছে। সমস্যা হয়েছে ট্রেন থেকে নামার সময় যখন ভদ্রলোক রহিমের নাম জানতে চেয়েছেন।

> "আরে ভালো কথা, আপনার নাম-ঠিকানাটা তো জানা হলো না! বলুন বলুন—তিনি কাগজ কলম বের করলেন। একবার বললুম—শুনতে পেলেন না—আমার বললুম—
> 'রহিমউদ্দিন চৌধুরী',
> 'অ্যাঁ'
> 'রহিমউদ্দিন চৌধুরী'
> 'অ'
> লিখে নিলেন কিন্তু হাত কাঁপল। ঢোঁক গিলে বললেন, "তা বেশ বেশ! কিন্তু ধরার উপায় নেই, দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালি—তাই নয় গো?"[৯]

বাঙালি মানে কি শুধু হিন্দু বাঙালি? ধর্ম ভিন্ন হওয়া মানে তাঁর বাঙালি পরিচয় মুছে যায়? '৪৬-এর দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে আসলে বাঙালির চিরাচরিত সত্তাতেও পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। সলিল চৌধুরী সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশতেন তাই বুঝতে পেরেছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংকট। যেখানে দেশভাগের পূর্বে এবং তারপরে বাঙালি মুসলমানকে নিজেকে বাঙালি প্রমাণ করতে হয়েছে। সাহিত্যিক মিজানুর রহমানের জন্ম, বেড়ে ওঠা কলকাতাতে হলেও, দেশভাগের পর তাকে পরিবার সমেত চলে যেতে হয়। '৪৬-এর দাঙ্গা পরবর্তী অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখেছেন *কৃষ্ণ ষোলই* গ্রন্থে। মিজানুর তখন স্কুলে পড়েন। হঠাৎ করে পরিচিত ক্লাসরুম পালটে গিয়েছিল তাঁর সামনে—

> "হিন্দু ছেলেরা বসবে না মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে—এমনকি হতভাগা প্রাণের বন্ধু সুনীতি গগনও নয়। ক্লাসের ডানদিকে প্রথম সারিতে একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চে আমরা ছ'জন এক ঘর ক্লাসে কেমন নিঃসঙ্গ ঠেকল নিজেকে।"[১০]

এই নিঃসঙ্গতা গ্রাস করেছিল রহিমকে। তারপরেও সে আশাবাদী থেকেছে। রহিম দেখেছে ট্রেন থেকে নেমে আমিনার হাতে বানানো খাবার পরিবারের গিন্নিটি ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু সে আমিনাকে আশ্বাসবাণী লিখেছে চিঠিতে। জানিয়েছে নতুন প্রজন্ম এই ভেদাভেদের বন্ধন ছিঁড়ে বার হয়ে আসবে নিশ্চিত। পরিবারটির মেয়ে দুটি তাই তাঁকে তাদের বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সে মুসলমান জানার পরও। ভুলে যাবেন না— আসবেন ঠিক— বিডন স্ট্রীট।

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলমানের দেশত্যাগ নিয়ে *আলমের নিজের বাড়ি* নামে একটি গল্প লিখেছিলেন দিব্যেন্দু পালিত। আলমের ডাক্তার বাবা পার্কসার্কাসের বসতবাড়ি, ঢাকার ধানমণ্ডি নিবাসী অনন্তবাবুর সঙ্গে অদল-বদল করে চলে যান ঢাকায়। আলম পড়াশোনা শেষ করবার জন্য থেকে যায় সদ্য 'পরের বাড়ি' হয়ে যাওয়া পার্কসার্কাসের বাড়িতে। কলকাতায় থেকে যাওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে যায় অনন্তবাবুর মেয়ে রাকা। বাবার মৃত্যুর পর আলমকে ঢাকা চলে যেতে হয়। তিন বছর পর কলকাতা ফিরে এসে পার্কসার্কাসের বাড়িতে থাকতে গিয়ে আলম দেখে রাকা নেই। একটা চিঠিতে লিখে গেছে একপ্রকার 'বাধা'র কথা। যে বাধা কাটিয়ে রাকা আর আলম এক হতে পারে না। এরপর আলম বেড়িয়ে পরে পার্কসার্কাসের বাড়ি ছেড়ে।[১১] আলমের রাকার কাছ থেকে পাওয়া এই প্রত্যাখ্যান আসলে বিশ্বাস পালটে যাওয়ার প্রত্যাখ্যান। এক সময়ের পরিচিত, কাছের মানুষ যেখানে পরিস্থিতির চাপে পর হয়ে যায়। রহিম যে ভরসা নিয়ে আমিনাকে আশার বাণী শুনিয়ে ছিল, প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে তারও বিশ্বাসে চির ধরে। দ্বিতীয় চিঠিতে আমিনাকে সে জানায়, তার বন্ধু অমল নিজের দেশ খুলনা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাচ্ছে। অমলের বউ তাকে বলে,

> "তোমাদের দেশে তো আর আমাদের জায়গা হবে না থাকুরপো! ...এখন মোছলমানের দেশ পাকিস্তান আর হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান।"[১২]

অমল দেশ ছেড়ে পালানোর কারণ রহিমকে জানায়। খুলনা শহর থেকে কিছুদূরে, দুজন কৃষক নেতাকে পুলিশ ধরতে গেলে গ্রামবাসীরা পুলিশকে মারধোর করে। দুজন নেতার মধ্যে একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। বিশাল পুলিশবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। চারিদিকে জোর প্রচার চালানো হয়, হিন্দুরা হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু। দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়। আমিনাকে লেখা চিঠির এই অংশ থেকে বোঝা যায় ঘটনাটি ১৯৫০ সালের দাঙ্গার। ১৯৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর বাগেরহাটের চিতলমারি উপজেলার কালশিরা গ্রামের ঘটনাকে '৫০-এর দাঙ্গার জন্য দায়ী করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জয়দেব ব্রহ্মের বাড়ি পুলিশ আক্রমণ করে। একটি মেয়েকে নির্যাতন করার চেষ্টা করলে গ্রামবাসীদের প্রহারে একজন পুলিশ কন্সটেবল নিহত হন। হিন্দু অধ্যুষিত কালশিরা গ্রামের বাসিন্দারা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। মুসলিম লিগ নেতা চিতলমারি ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান শের আলী গ্রামটি পরিদর্শনে গেলে গুজব ওঠে হিন্দুরা তাকে হত্যা করেছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মুসলমান গ্রামবাসীরা এরপর কালশিরা গ্রাম লুটপাট চালায়। খুলনার তৎকালীন পুলিশ সুপার এলাকা পরিদর্শনে এসে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেন। এই ঘটনার পর সমগ্র খুলনা জেলার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়।[১৩]

পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলি যে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করছে না, এই সম্পর্কিত একটা ধারণা রহিমের মনে আসে কারণ চিঠিতে সে আমিনাকে লিখেছিল, ওখানকার পরিচিতদের কাছে এখানকার সঠিক খবরটা দিও। দ্বিতীয় চিঠির পরিসমাপ্তিতে যে বোঝা যায় রহিম যে আশা নিয়ে আমলের কাছে ছুটে গিয়েছিল, সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ সেই বন্ধুত্বের বাঁধন যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় চিঠির সূচনা হয়েছে অনিমার চিঠির উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে। রহিম জানতে পেরেছে কলকাতার খবরের কাগজগুলি খুলনায় সংঘটিত প্রকৃত বিষয়টির উপর আলোকপাত না করে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে বাড়িয়ে তুলছে। আমিনাকে সে চিঠিতে জানায়ও,

> "যে পয়সা লাভের আশায় ওরা দানবকে জাগিয়ে তুলেছে সেই দানবই ওদের ধ্বংস করবে।"[১৪]

পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই এই সময় উস্কানি মূলক খবর পরিবেশন করা হয়েছিল। আমিনার চিঠি থেকে রহিম জানতে পেরেছিল তার রবীন্দ্রসংগীত শেখানো বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। আভাসে স্পষ্ট, মুসলমান গুরুর কাছে সংগীত শেখায় অনিহা। রহিম অবশ্য এরপরও অনিমাকে বিশ্বাস হারাতে বারণ করেছিল। কারণ তার মতে এদের বাদ দিয়ে একা তুমি যাবে কোথায়? *ড্রেসিং টেবিল* গল্পের মুসলমান আমিনার রবীন্দ্রসংগীত শেখানো বন্ধ হয়ে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যাওয়ার কাহিনি যে কতটা বাস্তব, তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে কলিম শরাফীর লেখা থেকে। কলিম শরাফী কলকাতার রেডিওতে নিয়মিত গান গাইতেন। গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি গান শেখাতেনও। দাঙ্গার পরিস্থিতিতে হিন্দু পাড়াতে গান শেখাতে যাওয়া তাঁর প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর লেখার সূত্রে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়,

> "প্রখ্যাত স্থপতি শ্রী অর্জুন রায়ের মেয়েরা গান শিখত আমার কাছে। তাদের আলিপুরের বাড়িতে দাঙ্গার মধ্যেও আসা-যাওয়া করতাম। অনেক সময় আমার নিরাপত্তার জন্য অর্জুন বাবু নিজে গাড়িতে করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে যেতেন কিন্তু দাঙ্গার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে একদিন বলেই ফেললেন যে তার পক্ষে রিস্ক নেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না, তাই তার বাড়িতে যেন না যায় সেই সিদ্ধান্ত নিলেন, এমন করে আয়ের ঘাটতি বাড়তে লাগলো, আর্থিক অনটন চরম পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে বন্ধুবান্ধবসহ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ঢাকা চলে যাওয়ার।"[১৫]

সাধারণ মানুষ থেকে সাংস্কৃতিক কর্মী, দেশভাগ আসলে সকলের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল। শেষ চিঠিতে এসে কথক এবং নন্দার সঙ্গে পাঠক ও জানতে পারে রহিমের বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। যে একতা, মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে দেশ বিভাগের যন্ত্রণাকে সে অতিক্রম করবে ভেবেছিল, সেই যন্ত্রণা তাকে সরাসরি আঘাত করে। চিঠিতে সে আমিনাকে লেখে, অমলের একখানা চিঠি এসেছে। বর্ডার থেকে ওদের মারধর করে সমস্ত লুটপাট করে নিয়েছে। অমলের স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। অমল কোনরকমে বাচ্চাটাকে নিয়ে রানাঘাটে পৌঁছেছে রহিম জানিয়েছে হাজার হাজার রিফিউজি এসে জড়ো হচ্ছে শহরের নানা স্থানে। দেশের মানুষ নিয়ে রহিমের গর্ব ছিল। আর তাই হয়তো আমিনাকে একা রেখে আসতে তার ভয় করেনি কিন্তু দেশান্তরিত মানুষের বীভৎসতার চিত্র দেখে আমিনার জন্য শংকিত হয়ে উঠেছে রহিম। চিঠিতে জানতে চেয়েছে সে এখনো আছে তো? দাঙ্গার সময়, বিভেদের সময় ধীরে ধীরে শুভ বোধের বিনাশ ঘটে। সাধারণ মানুষ নিরাপদ বোধ করতে পারে না। পুলিশরাও হিন্দু ও মুসলমান হয়ে যায়। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর রচিত 'এত রক্ত কেন?' গ্রন্থে পঞ্চাশের দাঙ্গার সময় ঘটা একটি ঘটনার উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, এক পৌঢ় পুলিশকর্তার বক্তব্য—

> "একদল মুসলমান এসে বললে ওই ছেলেগুলোকে অ্যারেস্ট করুন ওরা মসজিদে প্রস্রাব করেছে, মসজিদ অপবিত্র করেছে। আমি বললুম তাতে হয়েছে কি বাপু তোমাদের ঈশ্বর তো মসজিদে বাস করেন না, তার তো মূর্তিই নেই, তিনি তো সর্বত্রই আছেন তা তোমাদের মসজিদে বা কি আর পায়খানায় কী"[১৬]

চিঠি পড়া শেষ করার পরে কথক হাওড়ার উজানীপাড়ায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলেন- সে পাড়ায় কোনও নেড়ে-ফেড়ে আর নেই। অনেক খোঁজার পর কথক আমিনা রহিমউদ্দিনের বাড়ির খোঁজ পান। সেখানে গিয়ে দেখেন বাড়ি পূর্ববঙ্গ থেকে আশা শরণার্থীদের দখলে। পাড়ার একটি ছেলে কথককে জানায় আমিনা মনে হয় বেঁচে নেই। এক রাতে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আয়নাটা পাশের ঘরে ছিল তাই হয়তো পুড়ে যায়নি। পাঠকের মত কথকের মনেও প্রশ্ন জেগেছে, ঘর পুড়ে আমিনা মারা গেলে, আয়নাটা অক্ষত থাকে কী করে? অমল নিজের স্ত্রীকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। তার স্ত্রীর পরিণতি পাঠক যেমন অনুধাবন করতে পারেন, আমিনার ক্ষেত্রে একই পরিণতির আভাস দেন কথক। আভাসে বলেন, নারীত্বের কলুষিত বিসর্জন কে লিপিবদ্ধ করতে পারেন না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সীমান্ত' গল্পে লিখেছিলেন ফজলে রাব্বির কথা। প্রফুল্ল রায় তাঁর 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী' গল্পে লিখেছিলেন ধুন্নিলালের কথা। ফজলে রাব্বি বন্ধু দয়াল মণ্ডলের মেয়েকে বাঁচাতে, বিয়ে দিয়ে তাকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই মেয়ে অনাহারে আছে শুনে, তাকে চুরি করে চাল পাঠাতে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে ধুন্নিলাল প্রতিবেশী বৃদ্ধ জমিরুদ্দিনের তরুণী নাতনির সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে, স্বধর্মীদের বিরুদ্ধেই হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছিল। আফসোসের বিষয় অমলের স্ত্রী বা আমিনাকে বাঁচাতে এমন কেউ এগিয়ে আসেনি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 23
Website: https://tirj.org.in, Page No. 166 - 172
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কথক গল্পটি শেষ করেছেন আবার একটি খবরের আভাস দিয়ে। হাওড়া স্টেশনে তুলি ও স্কেচ পেন সহ এক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সন্দেহ করা হয় সে হয়তো গুপ্তচর। পরিচয় জানতে চাইলে সে জানিয়েছিল একজন মানুষ। কথকের মতো পাঠকের মনে হতে পারে এই ব্যক্তি রহিমউদ্দিন চৌধুরী।

গল্পের শুরুতে আয়না কেনার সময় কথক জানিয়েছিলেন আয়নার একটা কোনায় একটু ফাটা। নারী যখন আয়নাতে মুখ দেখে, ড্রেসিং টেবিলের প্রসাধনের জিনিস সাজায়, তার অস্তিত্ব সম্ভ্রমের সঙ্গে ড্রেসিং টেবিলটা জুড়ে যায়। আমিনা বা অমলের স্ত্রীর সম্ভ্রম অস্তিত্বের বিনাশের চিহ্ন যেন বহন করে ওই ফাটা দাগ। আবার নন্দা, গল্পে কথক সময়ের যন্ত্রণার খোঁজ পান ড্রেসিং টেবিলের মাধ্যমে। মৃদুল হক তাঁর *দাঙ্গা,দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সময় পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ* বইয়ের ভূমিকাতে পশ্চিম থেকে পূর্বে চলে আসা মানুষদের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন– "দেশভাগের পরপরই পূর্ববাংলার মাইগ্রেশনকারীদের নিয়ে পর্যাপ্ত সরকারি তথ্য না থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা অথবা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের উপরে ভিত্তি করে যুক্তি সাজাতে হয়েছে।" গবেষকের যুক্তি সাজানোর দায় থাকলেও গল্পকারকে অনেকবেশি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হয়। সলিল চৌধুরী'র সার্থকতা এখানেই যে তিনি দেশভাগের যন্ত্রনাকে পরবর্তি প্রজন্মের মধ্যে স্থানান্তরিত করতে পেরেছেন। কথক, নন্দা ছাড়াও পাঠক অনুধাবন করতে পেরেছেন দেশভাগের প্রকৃত ছবি, বুঝতে পেরেছেন দেশান্তরিত মানুষের যন্ত্রনা।

Reference:

১. Nomani H.H (ed). census of Pakiatan 1951, VOL-3, p. 581-584
২. সলিলের জলতরঙ্গ,
https:/acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:e4dea039-1f36-4a84-82aa-4463e57d3e25
৩. রায়, অনুরাধা, সলিল চৌধুরী, অনুষ্টুপ, চতুর্থ সংখ্যা, অনুষ্টুপ ৪৮ বর্ষ, ১৪২১ প্রাক শারদীয়া সংগীত সংখ্যা
৪. Zakaria Anam,1971 A peoples History from Bangladesh Pakistan and India, India, Penguin, 2019, p. 8
৫. চৌধুরী, সলিল, ড্রেসিং টেবিল, দাঙ্গাবিরোধী গল্প, কমলেশ সেন, কলকাতা, ধ্রুপদী, ১৯৬২, পৃ. ১১৪
৬. https://youtu.be/PHMuqahZ2sUsi=ShkUJsDNU-sXS4PM
৭. চৌধুরী, সলিল, ড্রেসিং টেবিল, দাঙ্গাবিরোধী গল্প, কমলেশ সেন, কলকাতা, ধ্রুপদী, ১৯৬২, পৃ. ১১৪
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭
৯. পুর্বোক্ত, পৃ. ১১৯
১০. রহমান, মীজানুর, কৃষ্ণ ষোলই, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০১৩, পৃ. ২১
১১. পালিত, দিব্যেন্দু, আলমের নিজের বাড়ি, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৫
১২. চৌধুরী, সলিল, ড্রেসিং টেবিল, দাঙ্গাবিরোধী গল্প, কমলেশ সেন, কলকাতা, ধ্রুপদী, ১৯৬২, পৃ. ১২২
১৩. মামুন, মুনতাসীর, ও মুর্শিদা বিনতে রহমান, পূর্ববঙ্গে ১৯৫০ এর দাঙ্গা,বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০
১৪. কলিম, স্মৃতি অমৃত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ৮৫-৮৬
১৫. দেবী, মৈত্রেয়ী, এত রক্ত কেন?, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৫, পৃ. ১৬
১৬. হক, মৃদুল, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সময় পশ্চিম থেকে পূর্ব, মান্দাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ১৬